ঝিনাইদহে নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক প্রতিবাদ দিবস পালন

‘নারীর জন্য রাজনীতি করি, সহিংসতা রোধে একসাথে লড়ি’ এ শ্লোগানে ঝিনাইদহে নারীর প্রতি সহিংসতার প্রতিবাদে মানববন্ধন কর্মসূচি পালিত হয়েছে।

নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক প্রতিবাদ দিবস উপলক্ষে বুধবার সকালে শহরের পায়রা চত্বরে এ কর্মসূচির আয়োজন করে দুর্বার নেটওয়ার্ক ও ওয়েলফেয়ার এফোর্টস। এতে ব্যানার ফেস্টুন নিয়ে বিভিন্ন মানবাধিকার সংগঠনের সদস্য, সুশীল সমাজের প্রতিনিধিসহ নানা শ্রেনীপেশার মানুষ অংশ নেয়। সেসময় দুর্বার নেটওয়ার্কের সদস্য শরিফা খাতুন, সুশীল সমাজের প্রতিনিধি এন এম শাহজালাল, হাফিজুর রহমান, মানবাধিকার বাস্তবায়ন সংস্থার সাধারণ সম্পাদক বাবলু কুমার কুন্ডু, উই এর প্রজেক্ট অফিসার রশিদা খাতুনসহ অন্যান্যরা বক্তব্য রাখেন।

সেসময় বক্তারা নারীদের প্রতি সহিংসতার তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে নির্যাতন বন্ধে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান। পাশাপাশি রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি, সামাজিক সচেতনতা এবং আইনের যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমে সহিংসতা প্রতিরোধে সমন্বিত উদ্যোগ নেওয়ার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

আলমডাঙ্গা পৌর ভূমি কর্মকর্তার বিরুদ্ধে পক্ষপাতের

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

অশ্লীল ভিডিও কান্ডে ভাইরাল হওয়া রাজু মাষ্টারের বিরুদ্ধে নানা আলোচনা-সমালোচনা ও নিন্দার ঝড় উঠেছে। অপকর্ম আড়াল করতে নানাভাবে অপপ্রচার চালিয়ে যাচ্ছেন। এদিকে অশ্লীল ভিডিও ভাইরাল হওয়ার পর থেকে সে পলাতক রয়েছে। তার বিচারের দাবিতে শিক্ষার্থী ও গ্রামবাসী ইতোমধ্যে মানববন্ধন ও উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কাছে স্বারকলিপিও দিয়েছে। এঘটনায় বিদ্যালয় পরিচালনা পরিষদ রাজু মাষ্টারকে সাময়িক বরখাস্ত করলেও দাবি উঠেছে স্থায়ী বহিষ্কারের।

এবিষয়ে কথা বলতে এইচ বি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সাময়িক বরখাস্ত ভাইরাল হওয়া প্রধান শিক্ষক রাজু মাষ্টারের ব্যবহৃত মোবাইল ফোনে কল দেয়া হলে বন্ধ পাওয়া যায়।

মামলার আইনজীবি শাহরিয়ার মাহমুদ শাওন বলেন, বিজ্ঞ মেহেরপুর নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালের বিচারক আলী মাসুদ শেখ মামলাটি এফআইআর (নথিভুক্ত) করতে গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে নির্দেশ দিয়েছে আদালত।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ওসি বানী ইসরাইল বলেন, আদালতের নির্দেশের কাগজপত্র এখনও থানায় আসেনি। আসলে মামলা রেকর্ড করে তদন্ত কার্যক্রমের পাশাপাশি আসামী গ্রেফতারে অভিযান চলানো হবে।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে অপপ্রচারের বিরুদ্ধে আলমডাঙ্গায় বিএনপি নেতার সংবাদ সম্মেলন

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে অপপ্রচারের প্রতিবাদে সংবাদ সম্মেলন করেছেন বেলগাছি ইউনিয়ন বিএনপির নেতা কামাল উদ্দিন।

তাকে নিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে মিথ্যা ও কুরুচিপূর্ণ প্রচারণার অভিযোগ তুলে আলমডাঙ্গা উপজেলার বেলগাছি ইউনিয়ন

বিএনপির সাধারণ সম্পাদক কামাল উদ্দিন গতকাল রবিবার রাতে স্থানীয় সাংবাদিকদের উপস্থিতিতে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন।

লিখিত বক্তব্যে কামাল উদ্দিন বলেন, তিনি বেলগাছি ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ছাড়াও একজন সফল ব্যবসায়ী ও সমাজসেবক। দীর্ঘদিন ধরে তিনি এলাকার অসহায় ও বিপদগ্রস্ত মানুষের পাশে থেকে সেবা দিয়ে আসছেন, যার ফলে এলাকায় তাঁর জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পেয়েছে।

তিনি অভিযোগ করে বলেন, আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে স্থানীয় জামায়াতপন্থি একটি চক্র তাঁর জনপ্রিয়তা ও সংগঠনের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ করতে ষড়যন্ত্রে নেমেছে। ওই চক্র সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তাঁর সম্পর্কে মিথ্যা, বানোয়াট ও কুরুচিপূর্ণ তথ্য প্রচার করছে।

কামাল উদ্দিন বলেন, এই অপপ্রচার সম্পূর্ণ মিথ্যা ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। আমি ইতোমধ্যে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার প্রস্তুতি নিয়েছি।

সংবাদ সম্মেলনে তিনি সহকর্মী ও সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত না হয়ে সত্য ও ন্যায়ের পক্ষে থাকার আহ্বান জানান।

জীবননগরে বিএনপি নেতাদের জড়িয়ে ফেইসবুক ও সোশ্যাল মিডিয়ায় মিথ্যা অপপ্রচার এবং গুজবের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও সাংবাদিক সম্মেলন

চুয়াডাঙ্গা জীবননগরে বিএনপি নেতাদের জড়িয়ে ফেইসবুক ও সোশ্যাল মিডিয়ায় মিথ্যা অপপ্রচার এবং গুজবের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও সংবাদ সম্মেলনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল শুক্রবার সকাল সাড়ে ১০ টার সময়

গিয়ে নানা মিথ্যা অপবাদের শিকার হচ্ছেন। আমরা এই মিথ্যা অপপ্রচার ও গুজবের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাচ্ছি। আমরা সাংবাদিকের বিষয়টি আরও তদন্ত করার আহ্বান জানাচ্ছি।

ঝিনাইদহে মসজিদের জমি বিক্রির অভিযোগ সভাপতি ও ইমামের বিরুদ্ধে

ঝিনাইদহে মসজিদের জমি ইমাম ও মসজিদ কমিটির কথিত সভাপতির বিরুদ্ধে গোপনে বিক্রি করে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। অভিযোগের প্রমাণ পেয়ে গত বুধবার বিকালে এলাকার লোকজন ও মসজিদ কমিটির লোকজন মিটিং করে ইমামকে চাকরিচ্যুত ও সভাপতিকে অপসারণ করেছে।

ঘটনাটি ঝিনাইদহ সদর উপজেলার সাগান্না ইউনিয়নের আমেরচারা বাজারে অবস্থিত বাইতুল মামুর জামে মসজিদের।

আমেরচারা বাজারের দোকান মালিক সদস্যরা জানিয়েছেন, আমেরচারা বাজারে অবস্থিত বাইতুল মামুর জামে মসজিদের ইমাম রবিউল ইসলাম ও মসজিদ কমিটির সভাপতি সদর আলী এই মসজিদের নামে রেজিস্ট্রি ১৬ শতক জমি সানা উল্লাহ নামে এক প্রবাসীর কাছে বিক্রি করে দিয়েছেন। কমিটির অন্য সদস্যদের না জানিয়ে বিক্রিত জমি ক্রেতার নামে মসজিদের পক্ষে রেজিস্ট্রিও করে দিয়েছেন সদর আলী। মোটা টাকা ঘুষের মাধ্যমে সদর সাব রেজিস্ট্রি অফিস বেআইনীভাবে এই রেজিস্ট্রি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করেছে বলেও অভিযোগ তুলছেন ভুক্তভোগীরা।

মসজিদের মৌখিক কমিটির সভাপতি সদর মন্ডল দাতা হিসেবে এই জমি সদর সাব রেজিস্ট্রি অফিসে জমির দলিলে স্বাক্ষর করেছেন(দলিল নং- ১০৯৪০/২৫)। দলিল লেখক আমিনুল ইসলাম(সনদ নং-৭২) এই দলিল প্রস্তুত করেন এবং সাবরেজিস্ট্রার মোস্তাক হোসেন এই দলিল রেজিস্ট্রি করেন।

মসজিদ কমিটির সেক্রেটারী আরজান আলী জানান, সাগান্না গ্রামের

কমিটির অন্য সবাই বলেছিল জমির সমস্যার সমাধান করা হবে। কিন্তু কোন রেজুলেশন করা হয়নি বলেও তিনি স্বীকার করেন।

মসজিদের ইমাম রবিউল ইসলাম অভিযোগের বিষয়ে কোন বক্তব্য দিবেন না বলে জানান। তার যা বক্তব্য তা মিটিংয়ে সবার সামনে বলবেন বলে জানান।

দলিল লেখক আমিনুল ইসলাম ভুয়া রেজুলেশনে জমির রেজিস্ট্রির সত্যতা স্বীকার করে বলেন, আমার কাছে মসজিদের ইমাম ও সভাপতি এসে যে কাগজ পত্র দিয়েছে সেই আলোকে আমি দলিল প্রস্তুত করেছি। তবে আমিও পরে বুঝতে পেরেছি রেজুলেশনটি ভুয়া।

তবে ঝিনাইদহ সদর সাব রেজিস্ট্রার মোস্তাক হোসেন বলেছেন, একটি রেজুলেশনের ভিত্তিতে জমি রেজিস্ট্রি করেছি। এই রেজুলেশন সঠিক না ভুল সেটা আদালত প্রমাণ করবে। তবে এই দলিল রেজিস্ট্রির সাথে অনৈতিক লেনদেনের অভিযোগটি সঠিক নয় বলে তিনি দাবি করেন। দলিল লেখক অনিয়ম ও অসত্য তথ্য উপস্থাপন করলে তার লাইসেন্স বাতিল করা হবে।

গাংনী প্রাণী সম্পদ সম্প্রসারণ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে ভ্যাকসিন বিক্রয়ের অভিযোগ

মেহেরপুর গাংনী উপজেলা প্রাণীসম্পদ সম্প্রসারণ কর্মকর্তা ডা. আলাউদ্দিনের বিরুদ্ধে সরকারি বরাদ্দকৃত লাম্পি স্কিন (এলএসডি) ভ্যাকসিন বিক্রয়ের অভিযোগ উঠেছে।

ডা. আলাউদ্দিন গাংনী উপজেলা প্রাণীসম্পদ ভেটেরিনারি হাসপাতালে যোগদানের পর থেকে গোপনে সরকারি বরাদ্দকৃত ঔষধ ও বিভিন্ন ভ্যাকসিন খামারিদের নিকট থেকে ৩ হাজার ৭০০ টাকা করে নিয়ে এই ভ্যাকসিন সরবরাহ করেছেন বলে অভিযোগ করেন ভুক্তভোগীরা।

গাংনী উপজেলা প্রাণীসম্পদ অধিদপ্তর ভেটেরিনারি হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে, গাংনী উপজেলার বিভিন্ন খামারে গরুর সংখ্যা ৫৮ হাজার ৩৬৫টি, খাসি ছাগলের সংখ্যা ১ লাখ ৩ হাজার ৮৬৯টি, ছোট ছাগলের সংখ্যা ১৪ হাজার ৭৭০টি, ভেড়ার সংখ্যা ২ হাজার ৯১৭টি এবং মহিষের সংখ্যা ৬৫২টি।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, উপজেলা প্রাণীসম্পদ হাসপাতালে সরকারিভাবে লাম্পি স্কিন (এলএসডি) রোগে আক্রান্ত হয়ে হাজার হাজার গরুর মৃত্যু হচ্ছে।

ভাইরাসজনিত এই রোগে আক্রান্তের মধ্যে ছোট বাছুরের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। রোগটি দ্রুত ছড়িয়ে যাওয়ায় গরু-বাছুর নিয়ে দুশ্চিন্তায় দিন কাটাচ্ছেন খামারিসহ এলাকার হাজার হাজার কৃষক।

সরকারি বরাদ্দকৃত ভ্যাকসিন না পেয়ে অনেক খামারী অতিরিক্ত দামে বাইরে থেকে ভ্যাকসিন ক্রয় করে গরুকে দিচ্ছেন। আর এই সুযোগ কাজে লাগিয়ে লক্ষ লক্ষ টাকা হাতিয়ে নিচ্ছেন ডা. আলাউদ্দিন এমন অভিযোগ খামারিদের। অভিযোগ রয়েছে, তিনি বিভিন্ন ফার্মেসিতে বিশেষ সুবিধা নিয়ে গোপনে ওই ঔষধ সরবরাহ করে থাকেন।

প্রতিষেধক হিসেবে সরকারিভাবে প্রাণীসম্পদ হাসপাতালে (এলএসডি) ভ্যাকসিন বরাদ্দ দিলেও, বিভিন্ন অজুহাতে লাম্পি স্কিন ডিজিজের জন্য সরকারি কোনো ভ্যাকসিন নেই বলে খামারিদের বিদায় করছেন প্রাণীসম্পদ অফিসের ওই কর্মকর্তা।

গাংনী উপজেলায় পৌরসভাসহ ৯টি ইউনিয়নের বিভিন্ন এলাকার খামারী ও কৃষকের ঘরে প্রায় ২ লাখ গরু-বাছুর রয়েছে। বর্তমানে সেখানে লাম্পি স্কিন রোগের প্রাদুর্ভাব দিন দিন বাড়ছে।

এর মধ্যে কাজিপুর ইউনিয়নের কাজিপুর, হাড়াভাঙ্গা, সাহারনগর, ষোলটাকা ইউনিয়নের কাষ্টদহ, জুগিরঘোফা, ষোলটাকা, মিনাপাড়া, সাহারবাটি ইউনিয়নের ধর্মচাকী, ভোমরদহ, হিজলবাড়ি, ধানখোলা ইউনিয়নের কসবা, যুগিন্দা, ভাটপাড়া গ্রাম এলাকায় রোগটির প্রাদুর্ভাব সবচেয়ে বেশি।

এদিকে স্থানীয় কয়েকজন কৃষক জানিয়েছেন, লাম্পি স্কিন রোগ (এলএসডি) ছড়িয়ে পড়ায় খামারিসহ এলাকার হাজারো কৃষক চিন্তিত হয়ে পড়েছেন। সরকারি হাসপাতালে ভ্যাকসিন না পেয়ে তাদের অনেকের মনে এখন ‘লাম্পি আতঙ্ক’ বিরাজ করছে। অনেক খামারী বাইরে থেকে ৩ হাজার ৭০০

টাকা দরে ক্রয় করছেন।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক স্থানীয় কয়েকজন গরু খামারী জানান, উপজেলা প্রাণীসম্পদ কর্মকর্তার যোগসাজশে প্রাণীসম্পদ সম্প্রসারণ কর্মকর্তা আলাউদ্দিন সরকারি ঔষধ গোপনে বিভিন্ন ফার্মেসির কাছে দিয়ে সরকারি ভ্যাকসিন ও ঔষধ বিক্রি করে আসছেন।

এছাড়াও সরকারি বেতনভুক্ত প্রাণীসম্পদ কর্মকর্তা চিকিৎসাপত্রে নামমাত্র কোম্পানির ঔষধ এবং ভিটামিন পণ্য লিখে খামারিদের সঙ্গে প্রতারণা করছেন।

ভুক্তভোগী খামারিরা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

এ বিষয়ে উপজেলা প্রাণীসম্পদ সম্প্রসারণ কর্মকর্তা ডা. আলাউদ্দিন বাইরে ঔষধ ও ভ্যাকসিন বিক্রয়ের কথা অস্বীকার করে বলেন, “আমি কোনো ভ্যাকসিন বাইরে বিক্রয় করিনি। যদি কেউ বলে থাকে, সেটা মিথ্যা বলেছে। সরকারি বরাদ্দকৃত ভ্যাকসিন বিনামূল্যে খামারিদের দেওয়া হচ্ছে। টাকা নেওয়ার প্রশ্নই ওঠে না।”

সরকারি ভ্যাকসিন বাইরে বিক্রয়ের ব্যাপারে জানতে চাইলে উপজেলা প্রাণীসম্পদ কর্মকর্তা ডা. মোত্তালেব আলী বলেন, “চলতি বছর এই প্রথম লাম্পি স্কিন (এলএসডি) ভ্যাকসিন সরকারিভাবে বরাদ্দ পেয়েছি। ৫ হাজার ৪০০ ডোজের মধ্যে ৪ হাজার ৪৯৬ ডোজ গরুকে দেওয়া হয়েছে। বাকি ভ্যাকসিন দেওয়ার কাজ চলমান রয়েছে। বিনামূল্যে গরু খামারিদের এই ডোজ দেওয়া হয়েছে।”

সরকারি ভ্যাকসিন বরাদ্দ পাওয়ার আগে জরুরি প্রয়োজনে কেউ কেউ ৩ হাজার টাকা বা তার বেশি দামে ভ্যাকসিন ক্রয় করে থাকতে পারেন, যা আমার জানা নেই। গাংনী পশু হাসপাতালে টাকা নেওয়ার কোনো সুযোগ নেই।

তিনি আরও বলেন, “প্রকল্পভুক্ত খামারির সংখ্যা ৮৪০ জন, এর মধ্যে রেজিস্টার্ড ভুক্ত খামারিদের অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। প্রকল্পভুক্ত খামারির বাইরেও এই সুবিধা দেওয়া হয়েছে। সরকারি ঔষধ বাইরে বিক্রয়ের কোনো সুযোগ নেই। যে সকল গরুকে দেওয়া হয়েছে, সেই সকল খামারির তালিকা আমাদের কাছে আছে। আপনারা খোঁজ নিয়ে দেখুন, যদি কোনো কর্মকর্তা ভ্যাকসিন বাইরে বিক্রি করে টাকা নেয়। আর যদি কেউ প্রমাণ দিতে পারে, তাহলে তার বিরুদ্ধে সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।”

[redacted]

[redacted] [redacted] [redacted] [

আমার বিরুদ্ধে করা অভিযোগগুলো সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। আমি দায়িত্বশীলভাবে আমার দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছি। সম্প্রতি উপজেলার বিভিন্ন খামার, টিকাদান কার্যক্রম ও সরকারি প্রকল্পে অনিয়মের অভিযোগ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ব্যাপক আলোচনার সৃষ্টি করেছে।

আলমডাঙ্গায় খালের অবৈধ দখলের বিরুদ্ধে মানববন্ধন

আলমডাঙ্গার জামজামী ও ডাউকী ইউনিয়নবাসী’র পক্ষ থেকে যমুনা মাঠ থেকে কুমার নদ পর্যন্ত ২ কিঃ মিঃ খালের উপর অবৈধ দখল উচ্ছেদের দাবীতে মানববন্ধন করেছে।

গতকাল বুধবার আলমডাঙ্গা উপজেলা চত্ত্বরে দুপুর ১২ টার সময় এই মানববন্ধন কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। দীর্ঘদিন থেকে আলমডাঙ্গা হাউসপুর থেকে বিনেদপুর, বাদেমাজু ছাড়িয়ে যমুনার মাঠ সংলগ্ন দীর্ঘ ২ কিমি খালের উপরদিকে অবৈধ স্থাপনা গড়ে তুলেছে।

এলাকার মানুষের দীর্ঘদিনের দাবী ছিল যে এই অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ করা। কিন্তু কিছু অসাধু অবৈধ দখলদারদের কারণে এই সুদীর্ঘ ২ কিমি খালের সংস্কার হয়নি।

এ বিষয়ে গতকাল আলমডাঙ্গা উপজেলা নির্বাহী অফিসার শেখ মেহেদী ইসলাম বরাবর স্বারকলিপি প্রদান করেন।

এ বিষয়ে উপজেলা নির্বাহী অফিসার শেখ মেহেদী ইসলাম বলেন, মানববন্ধনকারীদের স্বারক লিপি পেয়ে তাৎক্ষণিকভাবে সরেজমিনে উপস্থিত হয়ে পরিদর্শন করে এসেছি। এ বিষয়ে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য সকল প্রকার আইনি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হবে।

মেহেরপুরে প্রথম আলো প্রতিনিধির বিরুদ্ধে কালবেলা প্রতিনিধির মামলা

দৈনিক কালবেলার মেহেরপুর প্রতিনিধি খান মাহমুদ আল রাফি প্রথম আলোর স্থানীয় প্রতিনিধি আবু সাঈদের বিরুদ্ধে ৫০ লাখ টাকার মানহানির মামলা করেছেন।

আজ রবিবার (৫ অক্টোবর) মেহেরপুরের অতিরিক্ত চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট মোহাঃ নাসির উদ্দিন ফরাজি মামলাটি গ্রহণ করে মেহেরপুর সদর থানার অফিসার ইনচার্জকে তদন্ত করে প্রতিবেদন দাখিলের নির্দেশ দিয়েছেন।

মামলার আবেদনে বলা হয়েছে, আবু সাঈদ প্রতিহিংসাবশত ও ইচ্ছাকৃতভাবে লন্ডন প্রবাসী শহিদুল ইসলাম শাহীনকে রাফির বিরুদ্ধে মিথ্যা তথ্য সরবরাহ করেন। ওই তথ্যের ভিত্তিতে শহিদুল ইসলাম ফেসবুক লাইভে এসে রাফিকে নিয়ে প্রকাশ্যে বিদ্রূপ, মশকরা ও মানহানিকর বক্তব্য দেন। লাইভে তিনি দাবি করেন, রাফি অনলাইন ক্যাসিনো এজেন্টের কাছ থেকে ৫০ হাজার টাকা নিয়েছেন। তবে পরে আরেকটি লাইভে এসে শহিদুল স্বীকার করেন, তথ্যটি তাকে দিয়েছেন আবু সাঈদ, কিন্তু কোনো প্রমাণ তিনি দিতে পারেননি।

খান মাহমুদ আল রাফি তার আরজিতে উল্লেখ করেছেন, তিনি দীর্ঘদিন ধরে মেহেরপুরে অনলাইন জুয়া ক্যাসিনো নিয়ে ধারাবাহিক অনুসন্ধানী প্রতিবেদন প্রকাশ করছেন। এর প্রেক্ষিতে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও সিআইডি একাধিকবার তাকে ডেকে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করেছে এবং অনলাইন জুয়া প্রতিরোধ আইনের সংশোধনেও তার রিপোর্ট প্রভাব ফেলেছে।

রাফির দাবি, তার এই সাফল্যে ঈর্ষান্বিত হয়ে আবু সাঈদ ষড়যন্ত্রমূলকভাবে মিথ্যা তথ্য ছড়িয়ে দিয়েছেন, যা তার সামাজিক মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করেছে এবং পেশাগত সুনামে আঘাত হেনেছে। এর ফলে তাঁর এবং তার কর্মরত প্রতিষ্ঠানের ভাবমূর্তি নষ্ট হয়েছে। তিনি মানহানির ক্ষতিপূরণ হিসেবে ৫০ লাখ টাকা দাবি করেছেন।

মামলার সাথে ফেসবুক লাইভের ভিডিও, ভয়েস রেকর্ড ও চ্যাট কনভার্সেশন আদালতে জমা দেওয়া হয়েছে।

মামলায় বাদী পক্ষে মিজানুর রহমান, মোখলেসুর রহমান স্বপন ও সেলিম রেজা কল্লোল আইনজীবীর দায়িত্ব পালন করেন।

এ ঘটনায় দৈনিক কালবেলার মেহেরপুর প্রতিনিধি খান মাহমুদ আল রাফি বলেন, ‘সারাদেশেই মফস্বল পর্যায়ের সাংবাদিকদের মধ্যে কাদা ছোড়াছুড়ির একটা নোংরা খেলা সব সময় চলতে থাকে। যেগুলোর কোন ভিত্তি থাকেনা। প্রতিহিংসাবশত অন্যের ভাবমূর্তিকে প্রশ্নবিদ্ধ করতেই এগুলো করা হয়। এই নোংরামির বিরুদ্ধে প্রতিবাদস্বরূপ আমি আইনের আশ্রয় চেয়েছি।’

এ বিষয়ে প্রথম আলো প্রতিনিধি আবু সাঈদ বলেন, যেহেতু বিষয়টি আদালতে গড়িয়েছে, আদালতের মাধ্যমেই মোকাবেলা করা হবে।”